লক্ষ্মণ কুমার ঘটক

ক্যারেকটার

চরিত্র ☐ অরুণেশ, সীমা, পিএ, স্যার

আবহতে হাল্কা সুর বাজছে

সীমা ॥ সেই কখন থেকে কাগজ নিয়ে বসে রইলে—চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল?

অরুণেশ ॥ ও, হ্যাঁ, খাচ্ছি। সীমা, আজ একটি টেণ্ডার বেরিয়েছে। সেটাই মনযোগ দিয়ে দেখছিলাম। পাঁচ লক্ষ পোস্টার। কালার

সীমা ॥ তুমি—টেণ্ডার—দেবে?

অরুণেশ ॥ ভাবছি।

সীমা ॥ ভাবতে ভাবতেই তোমার সময় চলে যাবে। টেণ্ডার ড্রপ আর হবে না।

অরুণেশ ॥ কেন? টেণ্ডার ড্রপ হবে না কেন?

সীমা ॥ সে আমি কী করে বলবো? তোমার ভাবনার ওয়েভ দেখছি তো অনেকদিন ধরে? আমি বলি কী, টেণ্ডার ড্রপ করে দাও। পেতেও তো পারো!

অরুণেশ ॥ আরনেস্ট মানি পাঁচ হাজার টাকা। কালই লাস্ট ডেট।

সীমা ॥ এত তাড়াতাড়ি!

অরুণেশ ॥ সেটাই তে কথা। রেইটটা কী দেবো? ঠিকঠাক না হলে তো লাভ নেই।

সীমা ॥ ঠিকঠাক রেইট দিলেও পাবে না। অন্য কিছু চাই। বুঝতে পারলে না? চ্যানেল, চ্যানেল!

অরুণেশ ॥ চ্যানেলটাই তো আমি খুঁজে পাই না।

সীমা ॥ তুমি একটা কাজ করো, ঐ অফিসে গিয়ে মেইন অফিসারের সঙ্গে মিট করে

এসো। দেখবে, চ্যানেল একটা পাবেই। রেইট দিতেও সুবিধে হবে।

অরুণেশ ॥ আরে! মাই গড্, সীমা-তুমি দেখছি পাক্কা ব্যাবসায়ী হয়ে উঠেছো?

সীমা ॥ ব্যাবসায়ী অরুণেশ ঘোষের স্ত্রী তো ব্যাবসায়ীই হবে, নাকি?

[দৃশ্য পরিবর্তনের মিউজিক। অফিসের আবহ।]

অরুণেশ ॥ আচ্ছা পিএ সাহেব, আমি একটু এম ডি-র সঙ্গে দেখা করতে চাই।

পিএ ॥ অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

অরুণেশ ॥ না।

পিএ ॥ স্যারের পরিচিত?

অরুণেশ ॥ না

পিএ ॥ তো, হঠাৎ স্যারের সঙ্গে দেখা করতে চান? ব্যাপার কী?

অরুণেশ ॥ না না, সাধারণ বিষয়। আজ পেপারে যে টেণ্ডারটা বেরিয়েছে, সেই বিষয়ে একটু কথা বলবো।

পিএ ॥ ওঃ, টেণ্ডার। আগে বলবেন তো, বসুন বসুন।

অরুণেশ ॥ থ্যাঙ্ক ইউ।

পিএ ॥ দেখুন মশাই, ওঃ—কী যেন নাম আপনার?

অরুণেশ ॥ অরুণেশ—অরুণেশ ঘোষ।

পিএ ॥ হ্যাঁ, অরুণেশবাবু—সিগারেট প্যাকেটটা যে কোথায় রাখলাম। সিগারেট আছে আপনার কাছে?

অরুণেশ ॥ সিগারেট! তা আছে, স্যারের জন্য এনেছিলাম।

পিএ ॥ স্যারের জন্য সিগারেট! হাসালেন মশাই।

অরুণেশ ॥ কেন, হাসার কি হলো?

পিএ ॥ আমাদের স্যার নো স্মোকিং জোনের বাসিন্দা। সুতরাং—প্যাকেটটা আমাকেই দিন—কাজে লাগবে।

অরুণেশ ॥ নিন।

পিএ ॥ থ্যাঙ্কস এ লট ফর দিস সিগারেট। ভালো ব্র্যাণ্ড এনেছেন। (ধোঁয়া ছেড়ে) স্যারের সঙ্গে দেখা করবেন তো? এগারোটা বাজে। আরো এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে।

অরুণেশ ॥ এক ঘন্টা! স্যার কি মিটিং-এ আছেন?

পিএ ॥ বলেন কি? মিটিং! এই এগারোটায়! আমাদের স্যার, এই এগারোটা থেকে এক ঘন্টা চেম্বারে ধ্যান করেন। এই সময় নট্ এলাউ। এর পরেই আপনাকে ঢুকিয়ে দেবো। আরে চিন্তা করবেন না, আপনি হচ্ছেন নিজের লোক। হাঃ হাঃ হাঃ

(দৃশ্যান্তর।)

প্রবেশে দরজার আওয়াজ

অরুণেশ ॥ গুড মর্ণিং স্যার।

স্যার ॥ ভেরী গুড মর্ণিং। বসুন। আমরা কি আগে কখনো মিট করেছি?

অরুণেশ ॥ নো স্যার, আমি অরুণেশ ঘোষ, আজকে যে টেণ্ডারটা বেরিয়েছে সে ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।

স্যার ॥ ইয়ং ম্যান, আর ইউ নো, মিনিং অফ অরুণেশ? অরুণেশ মিনস্—সূর্যের মতো—বিশাল-বিরাট।

অরুণেশ ॥ থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

স্যার ॥ বেয়ারা—চা একটি।

অরুণেশ ॥ আপনি খাবেন না স্যার?

স্যার ॥ এই বয়স পর্যন্ত আমি চা খাইনি। আমার পিতার বদান্যতা—

অরুণেশ ॥ ওঃ, আচ্ছা, স্যার ফ্র্যাঙ্কলি একটা কথা বলছি—চা ছাড়া অন্য কোনো ড্রিঙ্কস—আমি এনেছিলাম স্যার আপনার জন্য—

স্যার ॥ রাম রাম—ইট্স টু মাচ্ মিস্টার অরুণেশ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আপনি আমাকে ড্রিঙ্কস-এর কথা বললেন! শুনুন মিস্টার—আমার তো প্রশ্নই নেই, যারা ড্রিঙ্কস করে তাদের সঙ্গেও আমি বন্ধুত্ব রাখি না।

অরুণেশ ॥ সরি স্যার। কিছু মনে করবেন না। (একটু চুপ) স্যার, আমার একটি খামার বাড়ি আছে, আপনি যদি আউটিং-এ যান আমি খুশী হবো। সব ব্যবস্থা, আপনার যা চাই, সব-আমি করবো। আমি কী বলতে চাইছি নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন স্যার।

স্যার ॥ দেখুন মিস্টার, এগুলি আমায় টানে না। এইসব দিয়ে আপনি আমাকে কাত্ করতে পারবেন না।

অরুণেশ ॥ স্যার, আপনি নিজে বলুন, কী পছন্দ আপনার। আপনি কিছু না বললে আমি কষ্ট পাবো। প্লিজ্।

স্যার ॥ আপনি যদি এভাবে বারবার বলেন, ইট ইজ মোর পেইনফুল ফর মি। আর ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?

অরুণেশ ॥ স্যার, আমি কি স্বপ্ন দেখছি? আমি অভিভূত। আপনার মতো মানুষ এই প্রথম পেলাম। (ফোন বেজে ওঠে)

স্যার ॥ হ্যালো, ইয়েস, ওঃ—দশ তো কাল দিয়ে গেলেন, বাকীটা? আসবেন, কিছুটা বাদেই? ও কে। ছাড়ছি। শুনুন অরুণেশবাবু—আপনি রেইটটা কী দিচ্ছেন?

অরুণেশ ॥ স্যার, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যিই আমি গর্বিত। আপনার সততা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি স্যার একেবারে মিনিমাম লাভে কাজটা করতে চাই। যদি আপনি বলেন, তবেই টেণ্ডার ড্রপ করবো। আমি পাঁচ টাকা ভেবেছি।

স্যার ॥ (সামান্য হাসি) ইয়ংম্যান, পরিশ্রম করে ব্যাবসা করবেন, প্রফিট-টা তো সেই মতো হওয়া চাই। আপনি আট টাকা করে দিন। ঠিক আছে—রাজী?

অরুণেশ ॥ বলেন কী স্যার! রাজী হবো না মানে? আমি কালই টেণ্ডার ড্রপ করছি।

স্যার ॥ ওয়ান মিনিট প্লিজ্। শুনুন, মোট পাঁচ লক্ষ পোস্টার। পোস্টার পিছু দু'টাকা করে যা হয়, তার ২৫ পারসেন্ট কাল বিকেল চারটার মধ্যে আমায় ক্যাশ দিয়ে যাবেন। তারপর টেণ্ডার ড্রপ করবেন। বাকী ৭৫ পারসেন্ট টেণ্ডার পাশ হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে চাই। ইন ক্যাশ। ওকে।

অরুণেশ ॥ ঠিক আছে স্যার। (ম্রিয়মান। স্যারের রুম থেকে বেরিয়ে আসার দরজার আওয়াজ।)

পিএ ॥ কী অরুণেশবাবু—হলো কিছু?

অরুণেশ ॥ হ্যাঁ, অনেক কথা হলো। অনেক—। শুধু কথাই নয়, আবিষ্কারও করলাম অনেক কিছু। বুঝলাম, মানুষকে কত কম চিনি। চলি।

মূল গল্প □ চরিত্রবান